দৈনিক
ইত্তেফাক
রবিবার ৩১ আষাঢ় ১৪১৯
১৫ জুলাই ২০১২

হাইপা ধানের চারা রোপণ ও গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র

তুষার সরকার

নেত্রকোণার বড় কাইলাটি গ্রাম। এই গ্রামেই বাস করেন মোঃ আব্দুল হাই। একজন কৃষক বলে নিজের পরিচয় দিতে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কৃষকের পাশাপাশি তিনি একজন কৃষি উদ্ভবক। কৃষিকাজ করতে গিয়ে তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন অন্যান্য কৃষকের মত। আধুনিক চাষাবাদ করতে গেলে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ কৃষকই গরিব হওয়ার কারণে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয় তারা। ট্রাক্টরের বদলে মান্ধাতা আমলের সেই লাঙল-গরু দিয়েই চাষাবাদ করেন, যন্ত্রের বদলে কাস্তে দিয়ে ধান কাটেন, রোপণ করেন হাত দিয়ে। এদিকে আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে অভ্যস্ত না। ইদানিং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুটি ইউরিয়া সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে কোনো কোনো কৃষক জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কিন্তু সঠিক মাপে ধানের চারা ও গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারছেন না। এই সমস্যা সমাধান করতে আব্দুল হাইয়ের এক সারি বিশিষ্ট হাইপা গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র উদ্ভবন করা। যন্ত্রটি ২০০২ সাল থেকে ২৫ জেলার কৃষক ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন। গাজীপুরের বেভকো ওয়ার্কশপ যন্ত্রটি তৈরি করে বাজারজাত করেছে। কৃষকদের কাছ থেকে সাড়াও পাচ্ছেন তারা। এরপর তিনি বসে থাকেননি। গবেষণা করে সম্প্রতি তিনি পরীক্ষামূলক কাজ শেষ করেছেন হাইপা দুই সারি ধানের চারা রোপণ ও গুটি ইউরিয়া অথবা মিশ্র গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রের। যন্ত্রটিতে ৮ ঘণ্টা সময়ে দু'জন কৃষক ৪০ থেকে ৫০ শতক জমিতে ধানের চারা রোপণ ও সেইসাথে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে পারবেন। ধানের চারা রোপণের জন্য সংযুক্ত রয়েছে দু'টি ট্রে। এছাড়া আরো চারটি ট্রে আলাদা যুক্ত করা হয়েছে কৃষকের সুবিধার্থে। যন্ত্রটিতে কোনো জ্বালানি লাগে না বলে সাশ্রয়ী। বিদেশি মেশিনে বীজতলা করতে হয় প্লেটে অথবা গালিচাতে ১২ থেকে ১৫ দিন। কিন্তু আব্দুল হাইয়ের উদ্ভাবিত যন্ত্রটিতে বীজতলা থেকে চারা তুলে প্লেটে করে জমিতে চারা রোপণ করা যায় খুব সহজেই। জমিতে ৪-৫ জনের চারা রোপণ ও গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের কাজ করতে মাত্র দুইজন কৃষি শ্রমিক হলেই যথেষ্ট। যন্ত্রটিতে নির্ভুলভাবে সঠিক দূরত্বে দুই সারি চারা ও গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়। বিদেশ থেকে ৮০-৯০ হাজার টাকার আমদানিকৃত যন্ত্রের চেয়ে বেশি সুবিধা রয়েছে তার যন্ত্রে বলে আব্দুল হাই দাবি করেন। তিনি বলেন, তার এ যন্ত্রের দাম মাত্র ২০ হাজার টাকা। গ্রামের তিন চারজন কৃষক মিলে যন্ত্রটি ক্রয় করলে সঠিক দূরত্বে ধান লাগানোর ও ইউরিয়া প্রয়োগের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে কৃষক। কৃষি শ্রমিক কম লাগবে বলে অর্থের সাশ্রয় হবে। আগামী বোরো মৌসুমের আগে আব্দুল হাই এই হাইপা ধানের চারা রোপণ ও গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রটি বাজারে পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।